সম্পাদকীয় ভূমিকা

গত সংখ্যা প্রকাশের পর বিশ্বে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে যেগুলো নিয়ে এই সংখ্যায় লেখা/পর্যালোচনার অভাব আমরা সবাই অনুভব করছি। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি, 'সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধে'র নামে সন্ত্রাসী ব্যবস্থার বিস্তার, বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধের নতুন উত্তেজনা, দেশে দেশে ফ্যাসিবাদী শক্তির বিকাশ আর এসবের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মাত্রায় জনপ্রতিরোধ ইত্যাদি নিয়ে আরও অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করতে হবে আমাদের। বাংলাদেশের রাজনীতি অর্থনীতির গতিপ্রকৃতিও এই বৈশ্বিক ধারা থেকে ভিন্ন নয়। যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের ক্ষমতাগ্রহণের পর থেকে বিশ্ব আরও অনিশ্চয়তায় মধ্যে পতিত হয়েছে, সেদেশের অভিবাসীদের জীবনে তার ছাপ আরও বেশি। ট্রাম্পের ক্ষমতায় আসা কোনো দুর্ঘটনা নয়, প্রকৃতপক্ষে বিশ্বে বিভিন্ন চেহারার ট্রাম্পদের এখন এক বিজয়ী যাত্রা দেখা যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট হবার প্রতিটি পর্বই ছিলো অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য। তারপরও তিনি প্রতিটি পর্ব পার হয়েছেন। খুব হাস্যকর, খেলো, মিথ্যাচারি জালিয়াতিপূর্ণ অসংলগ্ন নানাকিছু করে যাওয়া সত্ত্বেও নির্বাচিত হয়েছেন। মার্কিন নির্বাচনী ব্যবস্থার দুর্বলতা থাকলেও ট্রাম্প যে বড় একটা জনসর্থন পেয়েছেন তা স্বীকার করতেই হবে। ট্রাম্পের নির্বাচনে বিজয় তাই শুধু টাকার খেলা, নানা ছলনা আর কুচক্রী তৎপরতা দিয়ে বোঝা যাবে না। এটি যুক্তরাষ্ট্রের সমাজের চিত্রও আমাদের সামনে হাজির করে। সেজন্য অদূর ভবিষ্যতে নানা খেলার মধ্য দিয়ে তাঁকে যদি গদি ছাড়তেও হয় ট্রাম্পীয় বর্ণবাদী সাম্প্রদায়িক যুদ্ধবাজ নীতি আরও শক্তভাবে বাস্তবায়ন করবার লোক তার পেছনেই আছে। ভারতে মোদির শাসন, বিজেপির অবিশ্বাস্য উত্থানের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। ইউরোপেও সাম্প্রদায়িক, বর্ণবাদী রাজনীতির জোরকদম যাত্রা দেখা যাচ্ছে।

ইরাক ও লিবিয়া তছনছ হবার পর মধ্যপ্রাচ্যে আবারও যুদ্ধের নতুন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সৌদী আরব, ইজরাইল ও মিশর জোট যখন সন্ত্রাসী শক্তি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ তখন সৌদী জোটে বাংলাদেশও তথাকথিত সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের নামে যোগ দিয়েছে। এসব বিষয়ে সামনের সংখ্যাগুলোতে পর্যালোচনা থাকবে বলে আশা করি।

এই সংখ্যায় সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে দেশের সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাপ্রবাহের পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সুন্দরবনের ওপর রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে দুটি গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ, এশিয়াতেও কয়লা সাম্রাজ্যের পতন নিয়ে একটি প্রতিবেদন, পার্বত্য চট্টগ্রামের লংগদুতে আবারও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হামলা নিপীড়নের পর্যালোচনা এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ও প্রশাসনিক মামলা নিয়ে একটি তথ্যবিবরণী প্রকাশিত হলো।

বাংলাদেশের বর্তমান উন্নয়ন ধারায় ভূমিগ্রাস একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রাষ্ট্র, বিভিন্ন দেশি বিদেশি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং ক্ষমতাবান বিভিন্ন গোষ্ঠী পরস্পরের শক্তি ও সমর্থন নিয়ে কৃষিজমি, খাসজমি, নদী, জলাশয়, খাল, খেলার মাঠ, বন, পাহাড় গ্রাস করছে। এর মাধ্যমে সর্বজনের জমি বিভিন্ন ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর হাতে চলে যাচ্ছে। নির্দিষ্ট কিছু ঘটনার বিবরণের সাথে সাথে ভূমিগ্রাসের রকমফের ও তার অন্তর্নিহিত যোগসূত্রের রাজনৈতিক অর্থনীতি বিশ্লেষণ করে লেখা একটি বিশেষ প্রবন্ধ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হলো।

গত ১ জুন ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপন করা হয়েছে। এর সামগ্রিক পর্যালোচনার পাশাপাশি বিশেষভাবে শিক্ষা খাতে বরাদ্দের প্রকৃত চিত্র নিয়ে বিশ্লেষণ থাকছে এই সংখ্যায়। পাশাপাশি ইউজিসির ২০ বছর মেয়াদি কৌশলপত্র বাস্তবায়নের এক দশকে সর্বজন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কীরূপ নিচ্ছে তার একটি চিত্র ও বিশ্লেষণ থাকছে।

বাংলাদেশের শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন বা কোনো সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত নন। ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত আইন আর তার সাথে প্রশাসনিক নানা প্রতিবন্ধকতা রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের সাথে যুক্ত হয়ে তৈরি করেছে শ্রমিকদের ন্যুনতম অধিকার অর্জনের পথে অযুত বাধা। এবিষয়ে দুইপর্বে সমাপ্য প্রবন্ধের প্রথম পর্ব এই সংখ্যায় প্রকাশিত হলো।

দুনিয়াজুড়ে রুশ বিপ্লবের শতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে এবছর। এর অংশ হিসেবে বিপ্লব ও বিপ্লব উত্তর সোভিয়েত ইউনিয়ন, এর পতন ও তার পরবর্তী বিশ্ব ব্যবস্থা, বর্তমান সময়ে মানুষের মুক্তির লড়াই এর সাংগঠনিক রূপ ইত্যাদি নিয়ে বহু আলোচনা বিতর্ক ও পর্যালোচনা হচ্ছে। মতাদর্শিক বিষয় নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে। এবিষয়ে আমরা কয়েক সংখ্যায় বেশকিছু লেখা প্রকাশ করবো। এই সংখ্যায় রুশ বিপ্লব এবং সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের কঠিন পথ, দুইদশকের সাফল্য ব্যর্থতা, ঐক্য ও বিতর্ক নিয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো। এর সাথে প্রকাশিত হলো মার্ক্সীয় দর্শনের সূচনাপর্ব লেখার দ্বিতীয় কিস্তি।

দুটো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ পর্যালোচনা প্রকাশিত হলো এই সংখ্যায়।

গত ২২ জুলাই ২০১৭ 'তেল গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি' সরকারের অতীতমুখি, পরিবেশধ্বংসী, ব্যয়বহুল, আমদানি ও ঋণ নির্ভর জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনার বিপরীতে অগ্রসর, পরিবেশবান্ধব, সুলভ ও জাতীয় সক্ষমতার ওপর ভর করে জ্বালানী ও বিদ্যুৎ মহাপরিকল্পনার খসড়া জনগণের সামনে উপস্থিত করেছে। এই সংখ্যায় তার সারসংক্ষেপ প্রকাশ করা হলো। এবিষয়ে মতামত, পরামর্শ আহবান করা হয়েছে। সর্বজনকথায় প্রেরণ করলে এখানেও আমরা তা প্রকাশ করবো।

সর্বজনকথা এখনও বিজ্ঞাপন ছাড়া সম্পাদনা পরিষদের স্বেচ্ছাশ্রমে এবং পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের আগ্রহে/সমর্থনে প্রকাশিত হচ্ছে। এর প্রকাশনা যারা প্রয়োজনীয় মনে করেন তাঁদের কাছে সর্বজনকথায় লেখা, এর প্রচার, বিতরণ ও বিক্রিতে সক্রিয় ভূমিকা নিতে আবারও আহবান জানাচ্ছি।

আনু মুহাম্মদ
২৮ জুলাই ২০১৭